62

দৈনিক বাংলা

তারিখ 18 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

ঢাকা ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি ঢেলে সাজাবে

মুজতবা খন্দকার : ব্যাঙের ছাতার মতন গজিয়ে ওঠা কোচিং সেন্টারের হাত থেকে দেশের উচ্চ শিক্ষার্থী ছাত্র–ছাত্রীদের রক্ষার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নতুন ভর্তি পদ্ধতির সুপারিশের ভিত্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বর্তমান প্রচলিত ভর্তি পদ্ধতিকে ঢেলে সাজানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এই সংক্রান্ত একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের আগামী বৈঠকে উত্থাপিত হবে। বৈঠকে হবে ২৬ সেপ্টেম্বর। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভর্তি পরীক্ষায় বেশ কিছু ত্রুটি থাকায় বিভিন্ন কোচিং সেন্টার এর সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। এই বক্তব্য কর্তৃপক্ষের।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাই চ্যান্সে[illegible] প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ গত[illegible] তিবার তাঁর বাসভবনে এ প্রসঙ্গে আলাপের এক পর্যায়ে বলেন, ঢাকা ভার্সিটির 'খ' ইউনিটের প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ প্রমাণিত না হলেও এর সঙ্গে কোচিং সেন্টারগুলোর হাত থাকতে পারে।

সূত্র জানান, এ কারণে কর্তৃপক্ষ বাস্তবতা উপলব্ধি করে পরীক্ষাগ্রহণের পদ্ধতি সংস্কারে বড় ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ভর্তি পরীক্ষার জন্য দুটি পদ্ধতি নিয়ে এখন গভীরভাবে চিন্তাভাবনা চলছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে এমসিকিউ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া থাকবে চারটি। এর মধ্যে সঠিক উত্তরের পার্শ্বে [illegible] হবে। এক্ষেত্রে [illegible] আধা নম্বর কেটে [illegible] হলে ১ নম্বর দেয়া [illegible]

(শেষ পৃঃ ৫ (৮)এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটি ভর্তি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হবে। চিন্তাভাবনার দ্বিতীয় পদ্ধতিতে তিন সেট প্রশ্ন করা হবে এবং আবেদনকারীর যোগ্যতা বাড়ানো হবে।

এছাড়া সতর্কতা হিসাবে কোচিং সেন্টারের সঙ্গে সম্পৃক্ততা রয়েছে এমন শিক্ষক–কর্মকর্তাকে ভর্তি কমিটি থেকে বাদ দেয়া হবে। এবং পরীক্ষার একমাস আগে প্রশাসনিক ভবনের নিরাপত্তা জোরদার করা হবে।

শনিবার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সদস্য ও লোক প্রশাসন বিভাগের প্রফেসর মোসলেহ উদ্দীন তারেক বলেন, কর্তৃপক্ষ যদি এই পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে পারেন তবে নিশ্ছিদ্র ও দুর্নীতি মুক্ত পরীক্ষা ও ভর্তির নিশ্চয়তা আরো বৃদ্ধি পাবে।

জানা গেছে, সিন্ডিকেটের পর বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলে এ বিষয়ে মতামত গ্রহণ করা হবে। একাডেমিক কাউন্সিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল প্রফেসর, হল প্রভোস্টগণ প্রতিনিধিত্ব করেন।

বাংলাদেশ কোচিং সেন্টার এসোসিয়েশন সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছর উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির কোচিং এর জন্য তারা শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্র–ছাত্রীদের কাছ থেকে গড়ে মাথাপিছু ২২শ' টাকা করে নিয়েছে।

জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নিয়ম তাদের ব্যবসাকে অনেকটা নিষ্প্রভ করবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানান, হঠাৎ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা বন্ধ করলে ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধার সৃষ্টি হবে। সে কারণে ভর্তির যোগ্যতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এবং ভর্তি পদ্ধতি উঠানোর ব্যাপারে পরবর্তীতে গভীর চিন্তাভাবনা করা হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৬০ জন শিক্ষক আছেন, যারা বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে নিজেদের ছবি দিয়ে থাকেন তাদের প্রসপেক্টাসে। কর্তৃপক্ষ এইসব প্রসপেক্টাস সংগ্রহ করে এ ধরনের শিক্ষকদের শনাক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করছেন এবং সিন্ডিকেটে তাদের নাম উত্থাপনের বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে ভাবছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামী জানুয়ারী ফেব্রুয়ারীতে অনার্সে ভর্তি করা হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ও মাস্টার্স সব মিলিয়ে মোট সীট রয়েছে সাড়ে ৪ হাজারের কাছাকাছি।